

ব্যক্তিত্ব

প্রশ্ন ১ | দৃশ্যকল্প-১ : আনিস চেহারায় গোলগাল, মিশুক ও আরামপ্রিয়। সে সর্বদাই অন্যের ভালোবাসা ও প্রশংসা পেতে চায়।

দৃশ্যকল্প-২ : আমিন সুঠাম দেহের অধিকারী। তার কাঁধ ও বুক চওড়া। সে কাজেকর্মে প্রভুত্ব প্রিয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্মী।

ক. ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দাও।

খ. সামাজিক ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদেরকে সাইক্লয়েড বলা হয় কেন?

গ. আনিসের মধ্যে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “আমিনের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ রয়েছে।”- উক্তিটির স্বার্থকতা যাচাই কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্যভাব। ক্রাইডার ও তাঁর সহযোগীদের (১৯৮৩) মতে, 'ব্যক্তিত্বকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার অনবদ্য ধরন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তির সাথে পরিবেশের সম্পর্ককে চিহ্নিত করে।'

খ সামাজিক ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদেরকে সাইক্লয়েড বলা হয়। কেননা সামাজিক ও উত্তেজনা প্রবণ ব্যক্তির সাইক্লয়েড শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণির লোক খুব সহজেই উৎফুল্ল হয়, আবার সহজেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ টাইপের লোকেরা আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে এবং এরা হলো সামাজিক, উত্তেজনাপ্রবণ, বাস্তববাদী ও সহিষ্ণু (জি, ডি, বোয়াজ)। খেদোন্মত্ত ব্যক্তির খাট, গোলগাল, মেদবহুল দেহের অধিকারী হয়। চরম পর্যায়ে এসে এদের ম্যানিক ডিপ্রেসিভ বাতুলতার লক্ষণ দেখা দেয়।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ আনিসের মধ্যে যে ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো

এনড্রোমরফিক ব্যক্তিত্ব। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

এনডোমরফিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তির পেট শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্ফীত। সারা দেহে মেদের আধিক্য। পেশি ও অস্থি অপরিপুষ্ট। এদের চেহারা গোলগাল এবং ত্বক খুব নরম। এরা মিশুক, আরামপ্রিয়, বন্ধু ভাবাপন্ন, পরনির্ভরশীল এবং ভোজনপ্রিয়। এরা সব সময় আনন্দপ্রিয় এবং অন্যের কাছ থেকে সবসময় আদর ও ভালোবাসা পেতে চায়।

ঘ উদ্দীপকে আমিনের মধ্যে মেসোমরফিক ও সোমাটোটনিক এ দু'ধরনের ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমিন সুঠাম শরীরের অধিকারী। এদের কাঁধ ও বুক চওড়া, পেশি মাংসল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গবিশিষ্ট এবং নিতম্ব চাপা। এদের শরীর খেলোয়াড় (Athlet) ধরনের। এরা খেলাধুলা পছন্দ করে এবং অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরা তেজোদীপ্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী দুঃসাসিক কাজে এরা আনন্দ অনুভব করে। আবার আমিনের মধ্যে সোমাটোটনিক ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। সোমাটোটনিকরা কাজে, কর্মে, কথায়, ভঙ্গিতে প্রভুত্বপ্রিয়। এদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। আচরণে এরা উদ্যমশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আক্রমণধর্মী। এরা উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করে।

অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, 'আমিনের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ রয়েছে'-উক্তিটি যথার্থ ও সার্থক।

প্রশ্ন ২। মনোবিজ্ঞানী সীমা এবং মাহীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য এমন এক ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করলেন, যেখানে কতগুলো কার্ডে কালির ছাপ ছিল। ছাপগুলো দেখে তাদের কী মনে হয় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তারপর সীমাকে অন্তর্মুখী এবং মাহীকে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেন।

ক. ব্যক্তিত্ব কী?

খ. পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে সীমা ও মাহীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত অভীক্ষাটির বর্ণনা দাও।

ঘ. সীমা এবং মাহীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্যভাব।

খ পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষাতে ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে তার ব্যক্তিত্ব যাচাই করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে লোক নিয়োগের জন্য এ অভীক্ষার ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিত্বের গুণাবলি বাস্তব পরিস্থিতির নিরীখে যাচাই করে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বের যোগ্যতা যাচাই করা হবে। ঐ ব্যক্তিকে কোনো সমস্যা জর্জরিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। পরীক্ষক তার কার্যাবলি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করবে না। যদি সে ঐ এলাকার লোকজনদের মাঝে সমঝোতা এনে উক্ত সমস্যার সার্থক সমাধান দিতে পারে, তাহলে তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিরাজমান রলে ধরা হবে। সততা যাচাইয়ের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একটি বালককে একটি নিরিবিলি কক্ষে এনে তাকে থলে ভর্তি টাকা দিয়ে এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও একশ টাকার নোট আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখতে বলা হলো। পরীক্ষক আগে থেকেই মোট নোটের সংখ্যা গণনা করে রেখেছিলেন। অনেকগুলো টাকার নোট দেখে বালকটি দুই একটি নোট গোপন করতে পারে। আর তা যদি করে, তাহলে বালকটির অসৎ ও লোভী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাবে।

গ উদ্দীপকে সীমা ও মাহীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত অভীক্ষাটি হলো রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা। নিচে অভীক্ষাটির বর্ণনা দেওয়া হলো-

রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা : প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষাসমূহের মধ্যে সুইজারল্যান্ডের মনোচিকিৎসক হারম্যান রোশাক কর্তৃক ১৯২১ সালে উদ্ভাবিত অভীক্ষাটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। রোশাক অভীক্ষায় বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের ১০টি কালির ছাপ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে ৫টি কালির ছাপ কালো ও ধূসর বর্ণের, ২টি কালো ও লাল বর্ণের এবং বাকি ৩টি অন্যান্য বর্ণের। কার্ডগুলোর কালির ছাপ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন। পরীক্ষণপাত্রকে একসঙ্গে একটি কার্ড দেখানো হয়। পরীক্ষণপাত্র কার্ড দেখে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

পরীক্ষণপাত্রের প্রতিক্রিয়াকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যথা—

১. পরীক্ষণপাত্র কর্তৃক প্রতিটি কার্ডের সামগ্রিক বর্ণনা এবং কোনো কোনো কার্ডের আংশিক বর্ণনা প্রদান।
২. ছবির রং, আকৃতি বা অন্যকিছু প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা।
৩. মানুষের ছবি, জীবজন্তুর ছবি বা অন্য কিছুর ছবির বর্ণনা। রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষায় ব্যক্তিত্বের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো

জানা যায়-

১. কালির ছাপ সামগ্রিকভাবে দেখলে তা বিমূর্ত চিন্তা ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে বলে বুঝা যাবে। অপরপক্ষে, অংশ বিশেষ দেখলে বুঝা যাবে যে, সে সামান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে।
২. রঙের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিলে বুঝা যাবে যে, তার মধ্যে অসংযত আবেগ রয়েছে। কিন্তু রং ও আকৃতি উভয়ের ওপর গুরুত্ব দিলে বুঝা যাবে যে তার আবেগ অবাধ ও সাবলীল।
৩. মানুষের ছবি ও গতিশীল ছবি দেখা অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। জীবজন্তুর ছবি দেখলে বুঝা যাবে যে, তার চিন্তা ও শক্তি খুব সীমিত।

রোশাক অভীক্ষায় ব্যক্তির উপর পত্র মূল্যায়ন করে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। রোশাক অভীক্ষায় ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার বিবরণ থেকে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করা বেশ জটিল ব্যাপার এবং এর প্রচুর অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার।

য উদ্দীপকে সীমার ব্যক্তিত্বের ধরন অন্তর্মুখী এবং মাহীর ব্যক্তিত্বের ধরন বহির্মুখী। এই দুই ধরনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব	বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব
১. যখন কোনো ব্যক্তির মনোযোগ বা আচরণ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব বলে।	১. যখন কোনো ব্যক্তির মনোযোগ বা আচরণ সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে ভাগ করে নেয় তখন তাকে বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বলে।
২. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক।	২. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা সামাজিক।
৩. অন্তর্মুখী ব্যক্তির সর্ব সময় বিভিন্ন ধরনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে।	৩. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা চিন্তা করতে পছন্দ করে না।
৪. এ শ্রেণির লোকেরা বাইরের জগতের বস্তুর প্রতি উদাসীন থাকে।	৪. এ শ্রেণির লোকেরা বাইরের জগতের বস্তুর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া করে।
৫. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা নতুন পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না।	৫. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা নতুন পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
৬. এরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।	৬. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা যেকোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
৭. এ শ্রেণির লোকের নিজস্ব ভাবধারা দ্বারা এদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়।	৭. এরা নিজস্ব ভাবধারা দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

৮. কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক অন্তর্মুখী শ্রেণির ব্যক্তিত্বের অধিকারী।	৮. সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বহিমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী
--	---

প্রশ্ন ৩। মাত্র সাত বছর বয়সে মেরিকুরির মা মারা যান। কিন্তু অভাব-অনটন- দুঃখের মধ্যেও মেরি লেখাপড়ায় অবহেলা করেননি। বাইরের চাকচিক্য তাকে কখনো আকর্ষণ করতো না। বন্ধুরা যখন খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকতো তখন সে বাবার স্কুলের পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান অনুশীলনে ব্যস্ত থাকতো। খুব অল্প বয়সেই তার বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। এভাবেই একদিন রসায়ন বিদ্যায় গবেষণা করে বিশুদ্ধ রেডিয়াম প্রস্তুত ও তার পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে মাদাম কুরি দু'বার নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। অন্য দিকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের অধিকারী ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রেখেছেন। আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ১ম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি পেলেন সম্মানজনক এই নোবেল পুরস্কার।

ক. শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে উইলিয়াম শেলডন ব্যক্তিত্বকে কয়ভাগে বিভক্ত করেন?

খ. ক্লাস্টিমূলক সাক্ষাৎকার" পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে মাদাম কুরির চরিত্রে কার্ল ইয়ং এর মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাদাম কুরির ব্যক্তিত্বের ধরনের সাথে ডঃ ইউনুসের ব্যক্তিত্বের ধরনের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে উইলিয়াম শেলডন ব্যক্তিত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন।

খ. 'ক্লান্তিমূলক সাক্ষাৎকার নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

এ ধরনের সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে তাকে ব্যতিব্যস্ত এবং ক্লান্ত করা হয়। ব্যক্তি ক্লান্ত ও অবসন্ন হলে তার মানসিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ ভেঙে পড়বে এবং তার অসংতিগুলো ধরা পড়বে। এভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের আড়ালে লুকায়িত তার প্রেষণা বা দৃষ্টিভঙ্গি অথবা মানসিক দুর্বলতা নির্ণয় করা যেতে পারে।

গ উদ্দীপকে মাদাম কুরির চরিত্রে কার্ল ইয়ং এর মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব' দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। নিচে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব" দিকটি ব্যাখ্যা করা হলো-

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব : অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইলো জগতের প্রতি তাদের আকর্ষণ খুবই কম। এ ধরনের লোকের বৈশিষ্ট্য হলো এরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্য বস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। এরা কাজের চেয়ে চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে বেশি পছন্দ করে। এরা বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। এদের মধ্যে সামাজিকতা রোধের একান্ত অভাব। নতুন পরিবেশে এরা সহজে নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তি খু চিন্তাশীল এবং সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীদের এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

ঘ উদ্দীপকে মাদাম কুরির ব্যক্তিত্বের ধরন অন্তর্মুখী এবং ডঃ ইউনুসের ব্যক্তিত্বের ধরন বহির্মুখী। এই দুই ধরনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো—

উদ্দীপকে সাবিরের ব্যক্তিত্বের ধরন বহির্মুখী এবং সামিউলের ব্যক্তিত্বের ধরন অন্তর্মুখী। এই দুই ধরনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

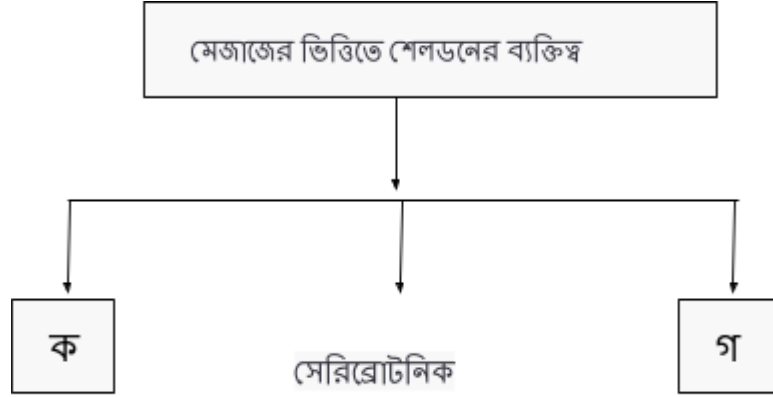
নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

<u>অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব</u>	<u>বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব</u>
১. যখন কোনো ব্যক্তির মনোযোগ বা আচরণ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব বলে।	১. যখন কোনো ব্যক্তির মনোযোগ বা আচরণ সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে ভাগ করে নেয় তখন তাকে বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বলে।
২. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক।	২. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা সামাজিক।
৩. অন্তর্মুখী ব্যক্তির সব সময় বিভিন্ন ধরনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে।	৩. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা চিন্তা করতে পছন্দ করে না।
৪. এ শ্রেণির লোকেরা বাইরের জগতের বস্তুর প্রতি উদাসীন থাকে।	৪. এ শ্রেণির লোকেরা বাইরের জগতের বস্তুর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া করে।
৫. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা নতুন পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না।	৫. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা নতুন পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
৬. এরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।	৬. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা যেকোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
৭. এ শ্রেণির লোকের নিজস্ব ভাবধারা দ্বারা এদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়।	৭. এরা নিজস্ব ভাবধারা দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।
৮. কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক অন্তর্মুখী শ্রেণির ব্যক্তিত্বের অধিকারী।	৮. সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী

প্রশ্ন ৪ | দৃশ্যকল্প-১ :



দৃশ্যকল্প-২ :



ক. ব্যক্তিত্ব কী?

খ. ব্যক্তিত্ব উভমুখী কেন?

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর 'ক' চিহ্নিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ 'ক' ও 'গ' চিহ্নিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের পার্থক্য বিদ্যমান-বিশ্লেষণ করা

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিকরূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাভাবিকতা

খ . আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ ইয়ং-এর মতবাদের সাথে একমত নন । তারা ব্যক্তিত্বকে উপরে বর্ণিত দুভাগে বিভক্ত করতে রাজি নন । কেননা একজন ব্যক্তি কোনো এক সময় অন্তর্মুখী হতে পারে আবার কখনো বহির্মুখীও হতে পারে । তাদের মতে, এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে বলা হয় উভয়মুখী ব্যক্তিত্ব । যেমন, যে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক সে সামাজিকও হয়ে থাকে ।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ অনুযায়ী 'ক' হলো এন্ডোমরফিক । নিচে এন্ডোমরফিক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো—

এ শ্রেণির ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকেরা মেদবহুল, নরম ও গোলগাল শরীরের অধিকারী হয় । এসব ব্যক্তির পেট শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্থীত । এদের পেশি ও অস্থি অপরিপুষ্ট থাকে । এরা বন্ধুভাবাপন্ন, পরনির্ভরশীল, আরামপ্রিয় ও ভোজনপ্রিয় হয়ে থাকে । এরা সবসময় অন্যের কাছ থেকে আদর ও ভালোবাসা পেতে চায় ।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ 'ক' হলো ভিসেরোটনিক ও 'খ' হলো সোমাটোটনিক । এই দুই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের পার্থক্য বিদ্যমান । নিচে বিশ্লেষণ করা হলো- ভিসেরোটনিক শ্রেণির ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আরামপ্রিয়, ভোজনবিলাসী, সামাজিক স্বীকৃতির প্রত্যাশা, বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প-গুজব করতে পছন্দ করা । পক্ষান্তরে সোমাটোটনিক শ্রেণির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হলো সাহসী, কর্মঠ, আগ্রাসী এবং কাজে-কর্মে, কথায়, ভঙ্গিতে প্রভুত্বপ্রিয় ।

ভিসেরোটনিক ব্যক্তিরা অন্যের স্নেহ, ভালোবাসা, প্রসংসা ও মনোযোগ প্রত্যাশা করে । পক্ষান্তরে সোমাটোটনিক শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা যায় ।

ভিসেরোটনিক শ্রেণির ব্যক্তির সহজেই মনের আবেগ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে সোমোটোটনিক শ্রেণির ব্যক্তির উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করে। উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, দৃশ্যকল্প-২ এ ভিসেরোটনিক ও সোমোটোটনিক ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ৫। পুলিশ এক ডাকাতকে ধরার পার দুদিনের রিমান্ডে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিরক্ত করে ফেললেন। স্বীকারোক্ত আদায়ের জন্য এক পর্যায়ে সত্যি না বললে ডাকাতের স্ত্রী সন্তানদের সমস্যা হবে বলে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করলেন। ডাকাত মানসিকভাবে খুবই ভেঙ্গে পড়লে মনোবিজ্ঞানী তার সাথে কথাবার্তা বলে চিকিৎসা সেবা প্রদান করলেন। ডাকাতের ছোট ভাই এলাকার খুবই জনপ্রিয়, গ্রামের মানুষের উপকারে ব্যস্ত থাকেন এবং প্রতি বছর ইউপি চেয়ারম্যান পদে জয়লাভ করেন।

ক. ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা কী?

খ. সাক্ষাৎকার বলতে কী বুঝ?

গ. 'ডাকাতের ছোট ভাই কার্ল ইয়ং তার মতে কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনোবিজ্ঞানী ও পুলিশের সাক্ষাৎকারই কি একই ধরনের? মূল্যায়ন কর।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তির দৈহিক গঠন ও বাহ্যিক আচরণ লক্ষ্য করে তার সম্পর্কে অপরের অভিমত সংগ্রহ করে বা ব্যক্তির চিন্তা, ভাবধারা, বিশ্বাস, আদর্শ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টা করাই হলো ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা।

খ ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো সাক্ষাৎকার গ্রহণ। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং ব্যক্তির গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয় বা বিচারপ্রসূত মতামত দেখা হয়। সাক্ষাৎকার যখন মুক্ত পরিবেশে গ্রহণ করা হয় তখন আলাপ-আলোচনার গতি আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা

থাকে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অথবা প্রামাণ্য সাক্ষাৎকার অবস্থায় বিভিন্ন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মধ্যে পার্থক্য কমে যায়। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী কতকগুলো প্রশ্ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে ডাকাতের ছোট ভাই কার্ল ইয়ং এর মতে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

বহির্মুখী শ্রেণির ব্যক্তিত্বের ব্যক্তির বাইরের জগতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এরা অন্যের সাথে মিশতে এবং প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশে আগ্রহী। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণই এদের কাম্য। বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা খুবই সামাজিক এবং যেকোনো পরিবেশ— পরিস্থিতিতে এরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নিজের জন্যে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই; অন্যের জন্যে এদের যত চিন্তাভাবনা। সমাজসেবা, খেলাধুলা, ভ্রমণ, ব্যবসায়- বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে এরা খুবই আগ্রহী।

ঘ উদ্দীপকে মনোবিজ্ঞানী ও পুলিশের সাক্ষাৎকার একই ধরনের নয়, ভিন্ন ধরনের।

ডাকাতের সাথে মনোবিজ্ঞানী ও পুলিশের যে সাক্ষাৎকার চলেছে তা যথাক্রমে অনির্ধারিত ও ক্লাস্তিমূলক সাক্ষাৎকার। নিচে মূল্যায়ন করা হলো-

অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার পূর্বে কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা থাকে না। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তার ইচ্ছামতো যে কোনো প্রশ্ন সাক্ষাৎকারদাতাকে করতে পারেন। অর্থাৎ অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার পূর্বে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারেন এবং উত্তরসমূহ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

আবার, ক্লাস্তিমূলক সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত এবং ক্লাস্ত করা হয়। ব্যক্তি ক্লাস্ত হলে তার মানসিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ ভেঙ্গে পড়বে এবং তার অসঙ্গতিগুলো ধরা পড়বে। এভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের আড়ালে লুকায়িত তার প্রেষণা বা দৃষ্টিভঙ্গি অথবা মানসিক দুর্বলতা নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ৬। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর রমিজ ও রানা দুই বন্ধু। রমিজ খুবই স্বাধীনচেতা, সক্রিয় ও সাহসী। সে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিতে বেশি পছন্দ করে। রানা ছিপ ছিপে লম্বা, হালকা পাতলা গড়নের। সে আত্মকেন্দ্রিক ও নির্জনতাপ্রিয় এবং যেকোনো কাজে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

ক. ব্যক্তিত্বের পাঁচটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি কী কী?

খ. সাইক্লোয়েড বা খেদোন্মত্তরূপ মেজাজের বৈশিষ্ট্য কী?

গ. রানার বৈশিষ্ট্যকে শেলডন কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? বর্ণনা কর।

ঘ. রমিজ ও রানার ব্যক্তিত্বকে কার্ল ইয়ুং কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— বিশ্লেষণ কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্বের পাঁচটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হলো— i. জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি; ii. মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি; iii. সংলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি; iv. আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি; v. মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

খ সাইক্লোয়েড বা খেদোন্মত্তরূপ মেজাজের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

১. এ শ্রেণির লোক খুব সহজেই উৎফুল্ল হয়, আবার সহজেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

২. এ টাইপের লোকেরা আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে এবং এরা হলো সামাজিক, উত্তেজনাপ্রবণ, বাস্তববাদী ও সহিষ্ণু (জি. ডি. বোয়াজ)।

৩. খেদোন্মত্ত ব্যক্তির খাট, গোলগাল, মেদবহুল দেহের অধিকারী হয়

৪. চরম পর্যায়ে এসে এদের ম্যানিক ডিপ্রেসিভ বাতুলতার লক্ষণ দেখা দেয়।

গ শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে উইলিয়াম শেলডন ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেন। তিনি বহুসংখ্যক ব্যক্তির নথি দেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে দেহের গঠনকে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করেন। যথা—

এনডোমরফিক, একটোমরফিক ও মেসোরফিক। উদ্দীপকে রানার বৈশিষ্ট্যকে 'শেলডন' একটোমরফিক শ্রেণিতে রেখে ব্যাখ্যা করেছেন। নিচে একটোমরফিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো- এ ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকদের দেহ ছিপছিপে লম্বা, হালকা, পাতলা গড়নের হয়। এরা যেকোনো কাজে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। সামাজিক মেলামেশা এরা পছন্দ করে, এরা আত্মকেন্দ্রিক এবং নির্জনতাপ্রিয়।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত রমিজ ও রানার ব্যক্তিত্বকে কার্ল ইয়ুং বহিমুখী ও অন্তর্মুখী এ দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

রমিজের ব্যক্তিত্ব : বাইরের জগতের প্রতি এদের রয়েছে প্রবল আকর্ষণ। এরা অন্যের সাথে মিশতে এবং প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশে আগ্রহী। বাইরের জগতের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গৃহে বন্দি থাকতে এরা নারাজ। সুদূর নীলাকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণই এদের প্রত্যাশা। বহিমুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা খুবই সামাজিক এবং যেকোনো পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে এরা নিজেদের তাল মিলিয়ে নিতে পারে। নিজের জন্য এদের তেমন ব্যথা নেই; এদের যত চিন্তা-ভাবনা সবই অন্যের জন্য। সমাজসেবা, খেলাধুলা, দেশভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে এরা খুবই আগ্রহী।

রানার ব্যক্তিত্ব : অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইরের জগতের প্রতি তাদের আকর্ষণ খুবই কম। এ ধরনের লোকের বৈশিষ্ট্য হলো এরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্য বস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। এরা কাজের চেয়ে চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে বেশি পছন্দ করে। এরা বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। এদের মধ্যে সামাজিকতা বোধের একান্ত অভাব। নতুন পরিবেশে এরা সহজে নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তির খুব চিন্তাশীল এবং

সৃজনশীল প্রতিভার অধিকার হয়ে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীদের এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

প্রশ্ন ৭। রবিন কলেজ থেকে বাসায় ফেরার সময় পুট মিয়ার বাগানের রাস্তার ধারে আম গাছটিতে ৪/৫টি পাকা ফজলি দেখতে পেল। আমটি পাবার উদগ্র বাসনা তাকে পেয়ে বসল। আমটি পেলে তাকে নিতেই হবে, আমটি তাকে খেতেই হবে। কিন্তু দেখতে পেল গাছটির নিচে দারোয়ান বসে আছে। একদিকে আমটি খাবার ইচ্ছা— অন্যদিকে চুরি করে খেলে দারোয়ানের পিটানোর ভয়। আবার ভাবছে চুরি করে খেলে অধর্ম হবে। এমনি করে সে ভাবতে থাকে। হঠাৎ সে ভাবল- তার পকেটেতো টাকা আছেই, তাই সেই টাকা দিয়ে ঐ আমের চেয়ে আরও ভালো আম কিনে খেতে পারবে।

ক. ব্যক্তিত্ব কী?

খ. ব্যক্তিত্বের কাঠামোর ফ্রয়েড কোন বিষয়গুলো নির্দেশ করেছেন?

গ. রবিনের মনোভাবগুলোকে ফ্রয়েড কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

ঘ. তুমি কি মনে কর রবিনের শেষ মনোভাবটি সকলের জন্য প্রযোজ্য? বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্য্যভাব। ক্লাইডার ও তার সহযোগীদের (১৯৮৩) মতে, 'ব্যক্তিত্বকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার অনবদ্য ধরন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তির সাথে পরিবেশের সম্পর্ককে চিহ্নিত করে।'

খ ভিয়েনার চিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েড সারা জীবন ধরে মানব মনের অতল হতে অপর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি মানুষের মনের অলিতে গলিতে রন্ধে রন্ধে আলো ফেলে গভীর মনোযোগের সাথে দেখেছেন ওখানে কি ঘটে। ফ্রয়েডের মতে, তিনটি ভিন্ন মানসিক কাঠামো নিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। ব্যক্তিত্বের কাঠামোয় ফ্রয়েড যে বিষয়গুলো নির্দেশ

করেছেন তা হলো- আদিসত্তা, অহম ও অতি অহম। একজন ব্যক্তি কী চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কর্ম করে তা নির্ভর করে এই তিনটি কল্পিত বিষয়ের কার্যকলাপের উপর।

গ ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রবিনের মনোভাবগুলোকে ৩টি কাঠামোর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন :

১. আমটি তাকে নিতেই হবে, আমটি তাকে খেতেই হবে—এ ধরনের মনোভাবকে আদিসত্তা বলা হয়।

২. চুরি করে খেলে দারোয়ানের পিটানোর ভয় এবং পরবর্তীতে পকেটের টাকা দিয়ে ভালো আম কিনে খাওয়ার মনোভাবকে অহম বলা হয়।

৩. চুরি করা অধর্ম, এ ধরনের মনোভাবে নৈতিকতার প্রকাশ ঘটে, যা ব্যক্তিত্বের কাঠামো অনুসারে অধিসত্তার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ রবিনের শেষের মনোভাবটি হলো- “তার পকেটে টাকা আছে, তাই সেই টাকা দিয়ে ঐ আমের চেয়ে আরও ভালো আম কিনে খেতে পারবে।” এটিই বাস্তবতা। আর এ বাস্তবনীতি অনুসারে চলে অহম। ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের কাঠামোতে অহম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সবার জন্য প্রযোজ্য। কারণ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে সমাজ উপযোগী বাস্তবনীতি অনুসরণ করেই সবার চলা উচিত। ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের কাঠামোর দ্বিতীয়টি হলো অহম। এর ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো :

অহম-এর কাজ হলো আদিসত্তা কামনা ও বাস্তব জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধন। অহম হলো বাস্তব জ্ঞানের সমষ্টি এবং বাস্তব নিয়মের সেবায় নিয়োজিত। অহম মানুষকে সামাজিক এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে তার প্রেষণাগুলোকে পূরণ করার জন্য প্রেরণা দেয়। এ সত্তাটি বাস্তবধর্মী নীতি অনুসরণ করে। বাস্তবধর্মী নীতির উদ্দেশ্য হলো যথাযোগ্য বস্তুর সাহায্যে প্রয়োজন মেটানো। এ নীতির কাজ হলো অভিজ্ঞতা সত্য কী মিথ্যা তা দেখা।

অহমকে ব্যক্তিত্বের কাযনির্বাহী সত্তা বলা যেতে পারে। এটি ব্যক্তির সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। আদিসত্তার কোন কামনা পূরণ করতে হবে তা অহম ঠিক করে দেয়। আদিসত্তা ও অধিসত্তার বহু পরস্পর বিরোধী দাবি-দাওয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অহম।

প্রশ্ন ৮। আলোকের বন্ধু সজল। সজল বন্ধুবৎসল। কিন্তু ইদানীং সজল চুপচাপ বসে থাকে, কারও সাথে খোলামেলা আলাপ করে না। ঘটনাটি আলোক প্রত্যক্ষণ করে। সে ভাবে সে সজলকে নিয়ে কোনো এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে যাবে, যিনি সজলকে তার ঘটনার জন্য দায়ী কারণগুলো বের করবেন। সজলের আত্মধারণা জানা দরকার। ক. পেপার-পেনসিল অভীক্ষা কী? খ. পেপার-পেনসিল অভীক্ষার উন্নয়নের জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়? ২ গ. উদ্দীপকে আলোকের মতের সাথে তোমার বইতে কার মতবাদ উপযুক্ত বলে মনে কর? উক্ত মতবাদ ব্যাখ্যা কর। ঘ. সজলের চিকিৎসার সাথে সাথে তোমার ব্যক্তিগত মতামত যুক্ত কর যাতে তার চিকিৎসা ভালো হয়।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অভীক্ষায় সাধারণত কাগজ ও পেনসিল ব্যবহার করা হয় তাকে পেপার-পেনসিল অভীক্ষা বলা হয়।

খ পেপার-পেনসিল অভীক্ষার উন্নয়নে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা যায়—

ধাপ-১: কাজের বিষয় তালিকাভুক্তিকরণ।

ধাপ-২ : উত্তরের ধরন, প্রশ্নের সংখ্যা, সময়সীমা এবং কাঠিন্য স্তর সুনির্দিষ্টকরণ।

ধাপ-৩ : প্রশ্ন লিখন ও স্কোরিং নির্দেশিকার উন্নয়ন। ধাপ-৪ : প্রশ্ন ও স্কোর নির্দেশিকার পর্যালোচনা।

গ উদ্দীপকের আলোকের মতানুযায়ী সজলের ব্যক্তিত্বকে আমার বইয়ের মনোচিকিৎসক কার্ল গুস্তার্ড ইয়ুং-এর ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ অনুযায়ী সজলের মধ্যে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী এ দুই ধরনের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বহির্মুখী : আলোকের মতে, সজল, বন্ধুবৎসল, এর দ্বারা তাকে মিশুক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে চিহ্নিত করা যায় । এরা সাধারণত সদালাপী ও আড্ডা পছন্দ করে থাকে ।

অন্তর্মুখী : সজল ইদানিং চুপচাপ বসে থাকে । কারও সাথে খোলামেলা আলোচনা করে না । এসব আচরণের কারণে তার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও অসামাজিকতা লক্ষ করা যায় যা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় । আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে এরা স্বল্পভাষী ও চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে । আর অসামাজিক হওয়ার কারণ হলো, এরা নির্জনতা পছন্দ করে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পছন্দ করে । প্রকৃতপক্ষে, আলোকের মতে, সজল উভয়মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী । কারণ তার মধ্যে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ।

ঘ আমার মতে, সজলের মধ্যে আত্মধারণা ও তার অভিজ্ঞতার মধ্যে অসঙ্গতি বিদ্যমান । এক্ষেত্রে কার্ল রোজার্স ব্যক্তিত্ব কাঠামোকে আত্মধারণা হিসেবে দেখেছেন । আত্মধারণা হলো কোনো ব্যক্তির নিজের প্রকৃতি, অনন্য গুণাবলি এবং বিশেষ আচরণ সম্পর্কিত বিশ্বাসের একটি সংগ্রহ ।

তোমার আত্মধারণা হলো তোমার নিজের সম্পর্কে নিজের মানসিক চিত্র । এটি একটি আত্ম-প্রত্যক্ষণের সংগ্রহ । রোজার্সের মতে, আমরা আমাদের আত্মধারণা সম্পর্কে সজাগ-অচেতনে একে সমাহিত করা হয়নি ।

মাতাপিতার শর্তহীন ভালোবাসা সঙ্গতিকে উৎসাহিত করে এবং শর্তযুক্ত ভালোবাসা অসঙ্গতিকে উৎসাহিত করে । সজলের আত্মধারণা তার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । তাই তার মধ্যে বন্ধুবৎসল্যতা দেখা যায় । আবার তার মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা, খোলামেলা কথা না বলার মতো বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় । মানুষের আত্মধারণা ও তার অভিজ্ঞতার মধ্যকার অসঙ্গতি তাঁর ব্যক্তিত্বের গোলমালের কারণ । সজলের জীবনে হয়তো হঠাৎ করে তার আত্মধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে । তাই সে বন্ধুসুলভ ব্যক্তি থেকে আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে ।

প্রশ্ন ৯। জনাব মেহের তার অফিসের জন্য ১০ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে সামনাসামনি বসে পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে লাবলু ও মুকুলকে নির্বাচন করলেন। কিছুদিন পর মেহের লক্ষ্য করলেন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে লাবলু ও মুকুল দুধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। লাবলু খুব চিন্তাশীল ও সৃজনশীল। পক্ষান্তরে মুকুল খুব সহজে অন্যের সাথে মিশতে পারে, অন্যের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দাও।

খ. পৃথিবীর সকল মানুষই পরস্পর আলাদা কীভাবে?

গ. জনাব মেহের তার অফিসের জন্য মুকুল ও লাবলুকে কোন পদ্ধতির সাহায্যে নির্বাচন করলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে লাবলু এবং মুকুলের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক “ব্যক্তিত্ব” একটি অতি পরিচিত শব্দ। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত ‘ব্যক্তিত্ব’ কথাটি ব্যবহার করি, কোনো ব্যক্তি তার কথা-বার্তায় চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে আমাদের চিন্তা-চেতনার উপর যে গভীর রেখাপাত করে, তাকে আমরা তার ব্যক্তিত্ব বলি। এক কথায় ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্য ভাব।

খ পৃথিবীর সকল মানুষই ব্যক্তিত্বের জন্য পরস্পর আলাদা। কারণ ব্যক্তিত্ব হলো একটি একক অভিব্যক্তি। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অন্য ব্যক্তির সাথে হুবহু মিলে না। শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিত্বের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিত্বের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া কেউ আবার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কেউ কেউ আবার উভয়ই ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই বলা যায় যে পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পর আলাদা।

গ ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বহুলাংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সামনাসামনি আসেন এবং প্রত্যক্ষ কথোপকথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে সামনাসামনি বসিয়ে তার সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তার ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর নানা ধরনের আলাপ আলোচনা করেন। এ আলাপের মাধ্যমে ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, অনুভূতি, মনোভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মোটামুটি ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেন।

বিভিন্নভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। যেমন-

(ক) পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎকার

(খ) অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার

(গ) চাপমূলক সাক্ষাৎকার

(ঘ) ক্লান্তিমূলক সাক্ষাৎকার

উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জনাব মেহের লাবলু ও মুকুলকে অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে নির্বাচন করেছিলেন। এ পদ্ধতিতে আলোচনার গতি আগে থেকে নির্ধারণ করা হয় না। অনির্ধারিত সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারেন এবং উত্তরসমূহ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন। এ ধরনের সাক্ষাৎকারের বড় ত্রুটি হলো এখানে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দ্বারা একই ব্যক্তির মূল্যায়নে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে লাবলু ও মুকুলের ব্যক্তিত্বের ধরন যথাক্রমে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। নিচে লাবলু ও মুকুলের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো :

১. এরা পরোপকারী, অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বেশি পছন্দ করে।

২. বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা সদালাপি ও আড্ডাবাজ। এরা সাধারণত মিশুক প্রকৃতির হয়ে থাকে।

৩. এরা উৎফুল্লতা বা হৈচৈ পছন্দ করার কারণে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে

নিজেদের অতি উৎসাহে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় রাখতে পছন্দ করে ।

৪. এ শ্রেণির লোকেরা খোলামেলা স্বভাবের হয়ে থাকে তাই এরা রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড় ইত্যাদি প্রতিভার সমাজসেবক, অধিকারী হয় ।

অন্যদিকে, অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় এদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো—

১. নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এরা স্বার্থপর প্রকৃতির হয়ে থাকে ।

২. স্বল্পভাষী ও চুপচাপ থাকার কারণে এরা আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির হয়ে থাকে ।

৩. আবেগকে নিজেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে এরা সহজে নতুন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনা ।

প্রশ্ন ১০। রিফাত ও সিফাতের মা মরিয়ম তার দুই সন্তানকে নিয়ে চিন্তিত । তারা দুই জন দুই প্রকৃতির । বড় ছেলে রিফাত অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল । সে নতুন পরিবেশে সহজে অন্যের সাথে মিশতে পারে না । অপরদিকে ছোট ছেলে সিফাত খুবই সক্রিয় এবং স্বাধীনচেতা । সকল কাজেই সে অংশ নিতে চায় । অন্যের প্রয়োজনে সে জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে । সিফাতের অস্থিরতা, চঞ্চলতা, মেজাজী প্রকৃতির কারণে তার মা মরিয়ম প্রায়ই উদ্বিগ্ন থাকে ।

ক. ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ কী?

খ. প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রিফাতের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর ।

ঘ. রিফাত ও সিফাতের আচরণগত পার্থক্যের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উডওয়ার্থ ও মারকুইসের মতে, “ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হলো আচরণের কোনো বিশিষ্ট গুণ, যেমন— প্রফুল্লতা বা আত্মনির্ভরতা যা ব্যক্তির ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে তাকে বিশিষ্টতা দান করে এবং বেশ কিছুকাল মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে ।

খ ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি হলো প্রক্ষেপণমূলক পদ্ধতি । প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তির কাছে একটি অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক ও অসংঘটিত উদ্দীপক উপস্থাপন করে তাকে এর প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয় । এ প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয় ।

প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তিত্বকে পরোক্ষভাবে পরিমাপ করা হয় । সুতরাং এতে ব্যক্তি মিথ্যা উত্তর দিতে পারে না । সব রকমের প্রক্ষেপণমূলক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিকে একটি অনির্দিষ্ট, ব্যক্তির, ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণমূলক পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এর সাহায্যে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলো সম্পর্কে খুঁটিনাটি ধারণা লাভ করা যায় । এ অভীক্ষাগুলো ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন জটিল হলেও ব্যক্তিত্ব পরিমাপে এ অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে । অস্পষ্ট ও অসংঘটিত উদ্দীপকের সম্মুখীন করা ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রিফাতের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কার্ল ইয়ুং এর অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত । নিম্নে রিফাতের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা মতামত ব্যক্ত করছি হলো- এ শ্রেণির ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তির একা ও আলাদা থাকতে পছন্দ করে । এরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে । বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ খুবই কম । এ জাতীয় লোকেরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্যবস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর । অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয় । এরা কাজের তুলনায় চিন্তার রাজ্যে বিচরণ বেশি করে । এ ধরনের ব্যক্তির খুব চিন্তাশীল ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয় । তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করতে বদ্ধপরিকর । বিশেষত তারা সাহিত্য, শিল্পকর্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখতে সক্ষম ।

ঘ উদ্দীপকে রিফাত আচরণগত দিক দিয়ে অন্তর্মুখী এবং সিফাত আচরণগত দিক দিয়ে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী । নিম্নে রিফাত । সিফাতের আচরণগত পার্থক্যের মনোবৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যা দেওয়া হলো : কার্ল জি ইয়ং মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এজন্য এ মতবাদ ব্যক্তিত্বের মনোবৈজ্ঞানিক প্রকারভেদ মতবাদ নামে পরিচিত।

তিনি ব্যক্তিত্বকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা— অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব এবং বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব।
অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব : অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইরের জগতের প্রতি তাদের আকর্ষণ খুবই কম। এ ধরনের লোকের বৈশিষ্ট্য হলো এরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্য বস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। এরা কাজের চেয়ে চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে বেশি পছন্দ করে। এরা বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। এদের মধ্যে সামাজিকতা বোধের একান্ত অভাব। নতুন পরিবেশে এরা সহজে নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তির খুব চিন্তাশীল এবং সৃজনশীল প্রতিভার অধিকার হয়ে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীদের এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব : বাইরের জগতের প্রতি এদের রয়েছে প্রবল আকর্ষণ। এরা অন্যের সাথে মিশতে এবং প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশে আগ্রহী। বাইরের জগতের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গৃহে বন্দি থাকতে এরা নারাজ। সুদূর নীলাকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণই এদের প্রত্যাশা। বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা খুবই সামাজিক এবং যেকোনো পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে এরা নিজেদের তাল মিলিয়ে নিতে পারে। নিজের জন্য এদের তেমন ব্যথা নেই; এদের যত চিন্তা-ভাবনা সবই অন্যের জন্য। সমাজসেবা, খেলাধুলা, দেশভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে এরা খুবই আগ্রহী।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ ইয়ুংয়ের মতবাদের সাথে একমত নন। ব্যক্তিত্বকে তারা শুধু দুটি ভাগে ভাগ করতে রাজি নন। কেননা, একই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কখনও অন্তর্মুখী আবার কখনও

বহির্মুখীও হতে পারে। যেমন— কেউ আত্মকেন্দ্রিক, আবার সামাজিকও বটে। এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে বলা হয় উভয়মুখী ব্যক্তিত্ব।

প্রশ্ন ১১। জনাব জায়েদ একজন শিক্ষক। তিনি লক্ষ করলেন তার ছাত্র রিয়াজ খুবই অমনোযোগী এবং প্রায়ই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। জনাব জায়েদ রিয়াজের মাকে একজন মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নিতে বললেন। মনোবিজ্ঞানী ১ম পর্যায়ে রিয়াজকে বিভিন্ন রংয়ের কালিসংবলিত কিছু কার্ড দেখান এবং কার্ডে কি দেখছে তা লিখতে বলেন। এ পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানী রিয়াজকে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে ২য় পর্যায়ে ভিন্ন কতকগুলো অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক ছবি সংবলিত কার্ড দেখান এবং কি দেখছে তার ভিত্তিতে গল্প লিখতে বলেন। এবার লিখিত গল্পগুলো ব্যাখ্যা করে মনোবিজ্ঞানী রিয়াজের সমস্যা বুঝতে পারেন।

ক. ব্যক্তিত্ব কী?

খ. ক্রেসমার কিসের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?

গ. উদ্দীপকে জনাব জায়েদের ব্যক্তিত্বে যে ধরনটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের রিয়াজের ব্যক্তিত্বে পরিমাপে ব্যবহৃত কার্যক্রম দুটি ভিন্ন ভিন্ন হলেও একই শ্রেণিভুক্ত— তোমার মতামত দাও।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বতন্ত্রতাব।

খ জার্মান মনোচিকিৎসক অর্গাষ্ট ক্রেসমার মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ করেন, শরীরের গড়নের সাথে মানসিক লক্ষণ ও ব্যক্তিত্বের গুণাবলির সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তিত্বের গুণাবলি যেমন— মেজাজ, যাকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেন। যথা—

১. সাইক্লোয়েড এবং

২. সিজোয়েড

আবার, ক্রেসমার সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে তিনভাগে ভাগ করেন। যথা—

১। পিকনিক

২। এ্যাসথেনিক

৩। এ্যথলেটিক।

ক্রেসমার আরও একটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন। যারা মিশ্র গঠনের হয় তাদেরকে তিনি ডিসপ্লাস্টিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেন।

গ উদ্দীপকে জনাব জায়েদ একজন শিক্ষক। জনাব জায়েদের ব্যক্তিত্বে যে ধরনটি ফুটে উঠেছে তা হলো অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো-

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তির একা ও আলাদা থাকতে পছন্দ করে। এরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ খুবই কম। এ জাতীয় লোকেরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্যবস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। এরা কাজের তুলনায় চিন্তার রাজ্যে বিচরণ বেশি করে। এ ধরনের ব্যক্তির খুব চিন্তাশীল ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয়। তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষত তারা সাহিত্য, শিল্পকর্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখতে সক্ষম।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, জনাব জায়েদ একজন অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

ঘ উদ্দীপকে রিয়াজের ব্যক্তিত্ব পরিমাপে ব্যবহৃত কার্যক্রম দুটি হলো রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা এবং কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা। যা ভিন্ন ভিন্ন হলেও একই শ্রেণিভুক্ত প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে আমার মতামত উপস্থাপন করা হলো-

প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরোক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এ ধরনের অভীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে একটি অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য উদ্দীপকের সম্মুখীন করা হয়। ব্যক্তি এ সকল উদ্দীপকের বিষয়বস্তুকে নিজের মতো করে সংঘটিত করে এবং তার

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। উদ্দীপকে রিয়াজের ক্ষেত্রে ১ম পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানী রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা প্রয়োগ করেছিলেন।

১৯২১ সালে হারম্যান রোশাক কর্তৃক উদ্ভাবিত রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষায় ১০টি কালির ছাপবিশিষ্ট কার্ড রয়েছে। কার্ডের কালির ছাপ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন। কিন্তু যেমন খুশি তেমনই প্রত্যক্ষণ করা যায়। এমন ব্যক্তিকে এক একটি করে কালির ছাপ দেখানো হয় এবং ব্যক্তি কী দেখেছে তা বলতে বলা হয়। ব্যক্তির উত্তর হুবহু লিখে রাখা হয়। পরবর্তীতে এ লিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মনোবিজ্ঞানী, রিয়াজের এ ধরনের প্রতিক্রিয়াসমূহ বিশ্লেষণ করেও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় তিনি ২য় পর্যায়ে কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা প্রয়োগ করেছেন। কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষায় ১৯টি অস্পষ্ট ছবি বিশিষ্ট কার্ড এবং ১টি ফাঁকা বা সাদা কার্ড থাকে। এক্ষেত্রে রিয়াজকে প্রতিটি ছবি নিয়ে গল্প লিখতে বলা হয়। সর্বশেষে সাদা কার্ডটি দেখিয়ে রিয়াজকে একটি ছবি কল্পনা করে গল্প লিখতে বলা হয়। পরবর্তীতে এসব গল্পের বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা চিহ্নিত করা হয়।

অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে রিয়াজের ব্যক্তিত্ব পরিমাপে ব্যবহৃত কার্যক্রম দুটি ভিন্ন ভিন্ন হলেও একই শ্রেণিভুক্ত।

প্রশ্ন ১২। ছোটবেলা থেকেই সুমন নিজের জগতে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। বন্ধু বান্ধবীর সংখ্যাও নাই বললেই চলে। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষের সাথেও মিশতে সংকোচ বোধ করে। এ নিয়ে সুমনের বাবা কিছুটা চিন্তিত। বাবা একদিন মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলে, সুমনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে নানা রকম আলাপ চারিতার মধ্য দিয়ে সুমনকে জানার চেষ্টা করলেন। মনোবিজ্ঞানী আবার একসপ্তাহ পরে সুমনকে আসতে বললেন। এই এক সপ্তাহে

মনোবিজ্ঞানী সুমনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে পরিকল্পনা মাফিক প্রশ্নভোরে মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

ক. ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দাও।

খ. রোশাক কালির ছাপকে প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. কার্ল ইয়ং এর মতে সুমন কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “মনোবিজ্ঞানীর এক সপ্তাহ আগের ও পরের সাক্ষাৎকারের ধরণ ভিন্ন” উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাভাবিকতা। ব্রাইডার ও তাঁর সহযোগীদের (১৯৮৩) মতে, 'ব্যক্তিত্বকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার অনবদ্য ধরন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তির সাথে পরিবেশের সম্পর্ককে চিহ্নিত করে।'

খ রোশাক কালির ছাপকে প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা বলা হয়। নিচে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তির কাছে একটি অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক ও অসংগঠিত উদ্দীপক উপস্থাপন করে তাকে এর প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অভীক্ষা হলো রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা। সুইজারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী হারম্যান রোশাক ১৯২১ সালে এ অভীক্ষাটি তৈরি করেন। রোশাক অভীক্ষার ১০টি কালির ছাপের মধ্যে ৫টি কালো ও ধূসর বর্ণের, ২টি কালো ও লাল বর্ণের ও বাকি ৩টি অন্যান্য বর্ণের।

গ কার্ল ইয়ং এর মতে সুমন অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিচে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের ধরন ব্যাখ্যা করা হলো—

অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইরের জগতের প্রতি তাদের আকর্ষণ খুবই কম। এ ধরনের লোকের বৈশিষ্ট্য হলো এরা খুব আত্মকেন্দ্রিক, বাহ্য বস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং স্বার্থপর। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। এরা কাজের চেয়ে চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে বেশি পছন্দ করে। এরা বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। এদের মধ্যে সামাজিকতা রোধের একান্ত অভাব। নতুন পরিবেশে এরা সহজে নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তির খুব চিন্তাশীল এবং সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীদের এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

ঘ উদ্দীপকে মনোবিজ্ঞানী এক সপ্তাহ আগের ও পরের সাক্ষাৎকারের ধরন যথাক্রমে 'সাক্ষাৎকার' ও 'ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা' যার প্রয়োগ কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

সাক্ষাৎকার :

ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো সাক্ষাৎকার গ্রহণ। একে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে অভীক্ষক ব্যক্তিকে সামান্যসামান্য বসিয়ে তার সাথে কথা বলেন এবং তার ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর নানা ধরনের আলোচনা করেন। প্রত্যক্ষ কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে সাক্ষাৎকার বলে। এ আলাপের মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন অনুভূতি, তার মনোভাব, আশা আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা গঠনের চেষ্টা করা হয়। সাক্ষাৎকারের সময় ব্যক্তি কী বলে, তার বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, তার উত্তেজনা এবং কোনো বিষয় সম্পর্কে কিছু না বলার জন্য ব্যক্তি কোনো সতর্কতা অবলম্বন করছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর অভীক্ষক সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ চালিয়ে থাকেন।

বিভিন্নভাবে সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে। যেমন-

পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকার, অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার, চাপমূলক সাক্ষাৎকার, ক্লাস্তিমূলক সাক্ষাৎকার প্রভৃতি ।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করতে হলে ব্যক্তির কর্মসম্পাদন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারকের প্রয়োজন হয়। অভীক্ষক যদি বিচক্ষণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন এবং তিনি যদি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন তাহলে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি হয়। অবশ্য অভীক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও তিনি ব্যক্তিত্বকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোনো পরিমাণবাচক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তাই বস্তুনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক উভয় পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বই বেশি নির্ভরযোগ্য।

ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা :

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য প্রশ্নমালা পদ্ধতিসমূহ বেশ কার্যকরী। ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা বলতে প্রধানত প্রশ্নতালিকাকেই বোঝায়। এক্ষেত্রে যার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে সে হ্যাঁ, না, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদির সাহায্যে উত্তরদান করে থাকে। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি প্রশ্নমালা অভীক্ষা নিচে আলোচনা করা হলো :

বর্তমানে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রশ্নমালা অভীক্ষা হলো মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা, এডওয়ার্ডের ব্যক্তিগত পছন্দের সূচি, ক্যালিফোর্নিয়া মনোবৈজ্ঞানিক প্রশ্নমালা ও ক্যালিফোর্নিয়া ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা

এর মধ্যে মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা বিভিন্ন স্কেলে ব্যক্তির অবস্থান থেকে ব্যক্তিত্বের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ অভীক্ষায় একটি স্কেলে ব্যক্তির অবস্থান T অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। T অঙ্কের গড় ৫০ এবং পরিমিত ব্যবধান ১০। কোনো ব্যক্তির সাফল্যাক্ষ যে কোনো স্কেলে ৭০ এর বেশি হলে তাকে স্বাভাবিক ব্যক্তি মনে করা হয়। এ স্কেলের নির্ভরযোগ্য ও যথার্থতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ অভীক্ষাটি ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে বহুল

ব্যবহৃত।

অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, ‘মনোবিজ্ঞানীর এক সপ্তাহ আগের ও পরের সাক্ষাৎকারের ধরন ভিন্ন’- যা যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন ১৩। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা একই পরিবারে দুই ছেলের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আলাদা ধরনের।... কামাল ও অত্যধিক বাচাল ও অমনোযোগী। কিন্তু জামাল সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী।

ক. ব্যক্তিত্ব কী?

খ. প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা বলতে কী বুঝায়?

গ. কামালের মধ্যে কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে কামাল ও জামালের মধ্যে কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য লক্ষ করা যায়- ব্যাখ্যা কর।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. এক ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্যভাব।

খ. ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি হলো প্রক্ষেপণমূলক পদ্ধতি। প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তির কাছে একটি অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক ও অসংঘটিত উদ্দীপক উপস্থাপন করে তাকে এর প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। এ প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়।

প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তিত্বকে পরোক্ষভাবে পরিমাপ করা হয়। সুতরাং এতে ব্যক্তি মিথ্যা উত্তর দিতে পারে না। সব রকমের প্রক্ষেপণমূলক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিকে একটি অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও অসংঘটিত উদ্দীপকের সম্মুখীন করা।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণমূলক পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলো সম্পর্কে খুঁটিনাটি ধারণা লাভ করা যায়। এ অভীক্ষাগুলো ব্যাখ্যা ও মূল্য জটিল হলেও ব্যক্তিত্ব পরিমাপে এ অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গ. উদ্দীপকে কামালের মধ্যে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

যারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে মিশে থাকতে পছন্দ করে তাকে বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বলে। বাইরের জগতের প্রতি এদের রয়েছে দুর্বীর আকর্ষণ। এরা সদালাপি ও আড্ডা পছন্দ করার কারণে এ শ্রেণির লোকেরা মিশুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরা অন্যের সাথে মিশতে ও হাসতে পছন্দ করে। বাইরের জগতের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কাজের প্রতি এরা আগ্রহ প্রকাশ করে। এরা ঘরে বসে সময় অতিবাহিত করতে চায় না।

বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা খুবই সামাজিক এবং যেকোনো পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে এরা নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারে। নিজের জন্য এদের তেমন মাথাব্যথা নেই, এদের চিন্তা-ভাবনা সবই অন্যের জন্য। সমাজসেবা, খেলাধুলা, দেশ ভ্রমণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে এরা খুবই আগ্রহী।

ঘ. উদ্দীপকে কামালের ব্যক্তিত্বের ধরন বহির্মুখী এবং জামালের ব্যক্তিত্বের ধরন অন্তর্মুখী। এ দুই ধরনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো-

<u>অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব</u>	<u>বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব</u>
১. যখন কোনো ব্যক্তির মনোযোগ বা আচরণ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব বলে।	১. যখন কোনো ব্যক্তির মনোযোগ বা আচরণ সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে ভাগ করে নেয় তখন তাকে বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বলে।
২. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক।	২. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা সামাজিক।
৩. অন্তর্মুখী ব্যক্তির সব	৩. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা চিন্তা করতে

সময় বিভিন্ন ধরনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে।	পছন্দ করে না।
৪. এ শ্রেণির লোকেরা বাইরের জগতের বস্তুর প্রতি উদাসীন থাকে।	৪. এ শ্রেণির লোকেরা বাইরের জগতের বস্তুর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া করে।
৫. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা নতুন পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না।	৫. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা নতুন পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
৬. এরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।	৬. বহির্মুখী শ্রেণির লোকেরা যেকোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
৭. এ শ্রেণির লোকের নিজস্ব ভাবধারা দ্বারা এদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়।	৭. এরা নিজস্ব ভাবধারা দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।
৮. কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক অন্তর্মুখী শ্রেণির ব্যক্তিত্বের অধিকারী।	৮. সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী

প্রশ্ন ১৪ | মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুরাইয়া আক্তার ক্লাসে ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বিষয়ে পড়াচ্ছিলেন। তিনি ক্লাসের দুই ছাত্রী সুমনা ও তানিয়াকে সংলক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সুমনা ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের মধ্যে আবেগশীলতা, মিতভাষী ও বিনয়ী ভাব ইত্যাদির কথা বলল। অপর দিকে তানিয়া গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রাধান্য পাওয়া কিছু সংলক্ষণের নাম বলল।

ক. ব্যক্তিত্ব কী?

খ. রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার কার্ডের রং এর ধরণগুলি লেখ।

গ. উদ্দীপকে সুমনার ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি কোন শ্রেণির ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে তানিয়ার বক্তব্যের ভিত্তিতে সংলক্ষণগুলি বিশ্লেষণ কর।

ক. ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্যভাব ।

খ. রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার ১০টি কার্ড আছে। এর মধ্যে ৫টি কালো ও ধূসর বর্ণের ২টি কালো ও লাল বর্ণের বাকি ৩টি অন্যান্য বর্ণের ।

গ) উদ্দীপকে সুমনার ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের মধ্যে আবেগশীলতা, মিতভাষী ও বিনয়ী ভাব যা বাহ্যিক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

গ প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বেমন্ড বি. ক্যাটল ১৯৫০ সালে সংলক্ষণ মতবাদ তৈরি করেন। যা ক্যাটলের সংলক্ষণ মতবাদ নামে পরিচিত। তাঁর সংলক্ষণ মতবাদ দুটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো বাহ্যিক সংলক্ষণ। ক্যাটলের মতে, ১৬টি বাহ্যিক সংলক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি লক্ষ করেন যে, ব্যক্তিত্বের এমন কতকগুলো সংলক্ষণ আছে যেগুলোর একটি কোনো ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান থাকলে অন্যগুলোও বর্তমান থাকে। যে সংলক্ষণগুলো একত্রে অবস্থান করে সেগুলোকে তিনি একটি গুচ্ছ বা ঝাঁকে সংঘবদ্ধ করেন এবং এ সংলক্ষণগুলোকে একত্রে বাহ্যিক সংলক্ষণ বলে অভিহিত করেন। এগুলো ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন- বিনয়ী একটি বাহ্যিক সংলক্ষণ। কোনো ব্যক্তি যদি এ সংলক্ষণের অধিকারী হয়, সেটি তার বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পাবে।

ঘ যে উদ্দীপকে তানিয়া গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রাধান্য পাওয়া কিছু সংলক্ষণের নাম বলে। নিচে তানিয়ার বক্তব্যের ভিত্তিতে সংলক্ষণগুলো বিশ্লেষণ করা হলো-

গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করে মনোবিজ্ঞানী আলপোর্ট ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

১. মৌলিক সংলক্ষণ : মৌলিক সংলক্ষণ হলো কোনো ব্যক্তির এমন প্রধান গুণাবলি যার মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন । এ

সংলক্ষণকে 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য'ও বলা যায় । যেমন- নেপোলিয়ান একসঙ্গে সাতটি চিঠির শ্রুতিলিখন দিতে পারতেন ।

২. কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ : ব্যক্তির কিছুসংখ্যক গুণাবলি যা তার ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি বর্ণনা করে । সেগুলোকে কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ বলে । যেমন— কেউ কারও সুপারিশ করলে সাধারণত কেন্দ্রীয় সংলক্ষণের কথাই উল্লেখ করেন ।

৩. গৌণ সংলক্ষণ : গৌণ সংলক্ষণ হলো সেই সংলক্ষণ যা খুবই সাধারণ এবং যা এক ব্যক্তিকে অন্যজন হতে পৃথক করতে পারে না ।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নাফিজের বক্তব্যটি যথার্থ ।

প্রশ্ন ১৫।

C - খাটো ও গোলগাল
S - লম্বা ও হালকা পাতলা

ক. Personality শব্দটি কোন শব্দ হতে উদ্ভূত?

খ. লিঙ্গচ্ছেদন আশঙ্কা বলতে কি বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে 'C' ও 'S' এর শারীরিক গড়নে যে ভিন্নতা দেখা যায় তা ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উল্লেখিত শারীরিক গঠন কোন মতবাদের অনুরূপ বলে তুমি মনে কর- বিশ্লেষণ কর ।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. Personality শব্দটি ল্যাটিন 'Persona' শব্দ থেকে উদ্ভূত ।

খ. পুরুষশিশু লৈঙ্গিক পর্যায়ে মাকে নিজের 'আসক্তির পাত্র বলে মনে করে এবং বাবাকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে থাকে । কিন্তু সে দেখে যে পিতা অনেক ক্ষমতার অধিকারী,

তাই মনে এই ভয় দেখা দেয় যে পিতা তার লিঙ্গ কেটে ফেলবে।' মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড একে লিঙ্গচ্ছেদন আশঙ্কা বলেছেন।

গ. উদ্দীপকে 'C' হলো সাইক্লয়েড শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য এবং 'S' হলো সিজোয়েড শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য। নিচে সাইক্লয়েড ও সিজোয়েড শ্রেণির শারীরিক গড়নে যে ভিন্নতা দেখা যায় তা ব্যাখ্যা করা হলো- সাইক্লয়েড শ্রেণির লোকেরা খুব সহজেই উৎফুল্ল হয়, আবার সহজেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ শ্রেণির লোকেরা আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে এবং এরা হলো সামাজিক উত্তেজনাগ্রবণ, বাস্তববাদী ও সহিষ্ণু। খেদোন্মত্ত ব্যক্তির খাটো, গোলাকার মেদবহুল দেহের অধিকারী হয়। চরম পর্যায়ে এসে এদের ম্যানিক ডিপ্রেসিভ বাতুলতার লক্ষণ দেখা দেয়।

অপরদিকে সিজোয়েড শ্রেণির লোকেরা অন্তর্মুখী এবং সামাজিক সম্পর্কবিমুখ হয়। এরা লম্বা ও হালকা-পাতলা গড়নের হয়। চরম বিপর্যয়ে এরা সিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক রোগে ভোগে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে 'C' ও 'S' এর শারীরিক গড়নে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত শারীরিক গঠন ক্রেৎসমারের শারীরিক গঠন' মতবাদের অনুরূপ। নিচে মতবাদটি বিশ্লেষণ করা হলো- জার্মান মনোরোগ বিশারদ আরনেস্ট ক্রেৎসমার ১৯২৫ সালে মানসিক . বিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করার সময় তাদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, “শরীরের গড়নের সাথে মানসিক লক্ষণ ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে’ – তার এ মতবাদই ক্রেৎসমারের 'শারীরিক গঠন মতবাদ' নামে পরিচিত। এই মতবাদের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন মানসিক রোগীদের আচরণে মেজাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি স্বাভাবিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও শারীরিক গঠনের সাথে তার সকল আচরণ ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি যোগসূত্র লক্ষ করেন। এর উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানী ক্রেৎসমার ব্যক্তিত্বের গুণাবলি ও মেজাজকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। যথা— সাইক্লয়েড ও সিজোয়েড।

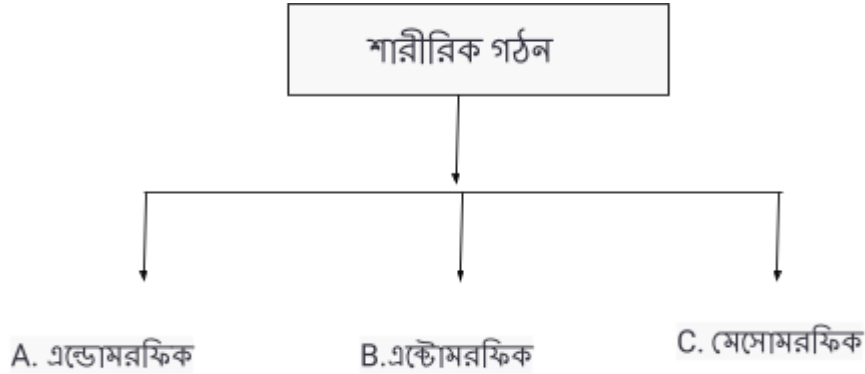
ক্রেৎসমার যে কেবল অসুস্থ লোকের ওপরই গবেষণা করছেন তা নয়। তিনি স্বাভাবিক লোকের ওপরও গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেন।

যথা— ১. পিকনিক ২. এ্যাসথেনিক এবং ৩. এ্যাথলেটিক।

এছাড়াও মিশ্রগঠনের দেহকে 'ডিসপ্লাস্টিক' শ্রেণিভুক্ত করেন। ক্রেৎসমার তাঁর গবেষণা শেষে দেখতে পান যে হালকা-পাতলা গড়নের ব্যক্তিদের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া এবং যারা মোটা ও গোলগাল ধরনের তাদের মধ্যে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ নামক মানসিক ব্যাধি বেশি হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লেখিত শারীরিক গঠন ক্রেৎসমারের শারীরিক গঠনের মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৬।



ক. জন্মের সময় শিশুর ব্যক্তিত্বে শুধু কি থাকে?

খ. প্রসুপ্তিকাল বলতে কি বুঝ?

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত A, B ও C এর শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

ঘ. উল্লেখিত শারীরিক গঠনসমূহ কোন কোন ধরনের ব্যক্তিত্বকে নির্দেশ করে— যথার্থভাবে তোমার মতামতের সপক্ষে উপস্থাপন কর।

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ফ্রয়েডের মতে, জন্মের সময় শিশুর ব্যক্তিত্বে থাকে শুধু সুখের জন্য অচেতন তাড়না।

খ ৫- ৬ বছর থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত প্রসুপ্তিকালের ব্যাপ্তি। ফ্রয়েডের মতে এ পর্যায়ে আগ্রহ খুব কম থাকে। যৌন সম্পর্কিত বিষয় এ সময়ে সুপ্ত থাকে, এমনকি অবচেতন পর্যায়েও।

গ. উদ্দীপকে 'A'-এন্ডোমরফিক, 'B'-এক্টোমরফিক এবং 'C' মেসোমরফিক শারীরিক গঠন। নিচে 'A', 'B' ও 'C' ধরনের শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো-

এন্ডোমরফিক শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে : এ ধরনের ব্যক্তির পেট শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্ফীত হয়। সারা দেহে মেদের আধিক্য থাকে, পেশি ও অস্থি অপরিপুষ্ট। এদের চেহারা গোলগাল এবং ত্বক খুব নরম হয়। এরা মিশুক, আরামপ্রিয়, বন্ধু ভাবাপন্ন, পরনির্ভরশীল এবং ভোজনপ্রিয়। এরা সবসময় আনন্দপ্রিয় এবং অন্যের কাছ থেকে সবসময় আদর ও ভালোবাসা পেতে চায়।

এক্টোমরফিক শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে : এ ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকদের দেহ ছিপছিপে লম্বা, হালকা, পাতলা গড়নের হয়। এরা যেকোনো কাজে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। সামাজিক মেলামেশা এরা পছন্দ করে, এরা আত্মকেন্দ্রিক এবং নির্জনতাপ্রিয়

মেসোমরফিক শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে : এরা সুঠাম শরীরের অধিকারী হয়। এদের কাঁধ ও বুক চওড়া হয়, পেশি মাংসল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গবিশিষ্ট এবং নিতম্ব চাপা। এদের শরীর খেলোয়ার ধরনের। এরা খেলাধুলা পছন্দ করে এবং অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরা তেজোদীপ্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ও দুঃসাহসিক কাজে আনন্দ অনুভব করে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শারীরিক গঠনগুলো হলো— এন্ডোমরফিক, এক্টোমরফিক ও মেসোমরফিক। উক্ত শারীরিক গঠনগুলো যথাক্রমে ভিসেরোটনিক, সেরিব্রোটনিক ও

সোমোটোটনিক ধরনের ব্যক্তিত্বকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞানী শেলডেন শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে ব্যক্তিত্বের এ তিনটি ধরন সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

ভিসেরোটোনিক ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা খুব দৈহিক আরামপ্রিয় ও ভোজনবিলাসী। একা থাকা এদের মোটেই পছন্দ নয়, সারাক্ষণ হৈ-হল্লা ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প-গুজব করতে পছন্দ করে। এরা অন্যের স্নেহ, প্রশংসা ও মনোযোগ প্রত্যাশী হয় এবং সহজেই মনের আবেগ প্রকাশ করে ফেলে।

আবার, সেরিব্রোটোনিক ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা দুর্বল প্রকৃতির এবং সামাজিক মেলামেশা পছন্দ করেনা। এরা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসংযমী হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, সোমোটোটনিক ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা কাজে, কর্মে, কথায়, ভঙ্গিতে প্রভুত্বপ্রিয়। এদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। আচরণে এরা উদ্যমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্মী। এরা উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করে।

অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, এন্ডোমরফিকের ব্যক্তিত্বের ধরন ভিসেরোটোনিক, এন্টোমরফিক এর ব্যক্তিত্বের ধরন সেরিব্রোটোনিক এবং মেসোমরফিক ব্যক্তিত্বের ধরন সোমোটোটনিক নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১৭। সৌরভের মামা একজন মনোবিজ্ঞানী। সৌরভ ও তার বন্ধু নাফিজ মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় তারা মামার কাছ থেকে সংলক্ষণ (S) বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। মামা তাদের দুজনকে সংলক্ষণ (S) বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললেন এবং সৌরভের কাছে কিছু ব্যক্তি সংলক্ষণের নাম জানতে চাইলেন। সৌরভ আবেগশীলতা, বিনয়ী, মিতভাষী প্রভৃতির কথা উল্লেখ করল। অপরদিকে তার বন্ধু নাফিজ গুরুত্বের দিক থেকে নিজের কয়েকটি ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের নাম বলল।

ক. পেপার-পেন্সিল টেস্ট কী?

খ. বংশগত সংলক্ষণ কাকে বলে?

গ. সৌরভের ব্যক্তিত্বের 'ঝ' গুলো কোন শ্রেণির? সংক্ষেপে লিখ ।

ঘ. উদ্দীপকে নাফিজের বক্তব্যটি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ কর ।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে অভীক্ষায় সাধারণত কাগজ ও পেন্সিল ব্যবহার করা হয় তাই পেপার-পেন্সিল টেস্ট ।

খ. বংশগত অর্থাৎ ক্রোমোজোম বা জিনের বৈশিষ্ট্যগত উপাদানের প্রেক্ষিতে এবং সহজাত প্রবৃত্তির ফলে যে সংলক্ষণসমূহ ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়, সেসব সংলক্ষণসমূহকেই আর্গ বা বংশগত সংলক্ষণ বলা হয় ।

গ. উদ্দীপকে 'S' হলো সংলক্ষণ । উদ্দীপকে সৌরভের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলো হলো আবেগশীলতা, বিনয়ী, মিতভাষী প্রভৃতি যা বাহ্যিক সংলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত । নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী রেমন্ড বি. ক্যাটল ১৯৫০ সালে সংলক্ষণ মতবাদ তৈরি করেন । যা ক্যাটলের সংলক্ষণ মতবাদ নামে পরিচিত । তার সংলক্ষণ মতবাদ দুটি ভাগে বিভক্ত । এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো বাহ্যিক সংলক্ষণ । ক্যাটলের মতে, ১৬টি বাহ্যিক সংলক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে । তিনি লক্ষ করেন যে, ব্যক্তিত্বের এমন কতকগুলো সংলক্ষণ আছে যেগুলোর একটি কোনো ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান থাকলে অন্যগুলোও বর্তমান থাকে । যে সংলক্ষণগুলো একত্রে অবস্থান করে সেগুলোকে তিনি একটি গুচ্ছ বা ঝাঁকে সংঘবদ্ধ করেন এবং এ সংলক্ষণগুলোকে একত্রে বাহ্যিক সংলক্ষণ বলে অভিহিত করেন । এগুলো ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায় । যেমন- বিনয়ী একটি বাহ্যিক সংলক্ষণ । কোনো ব্যক্তি যদি এ সংলক্ষণের অধিকারী হয়, সেটি তার বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পাবে ।

ঘ. উদ্দীপকে নাফিজ গুরুত্বের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণকে ব্যাখ্যা করেছে । নিচে নাফিজের বক্তব্যটি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করা হলো- গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করে মনোবিজ্ঞানী আলপোর্ট ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন । যথা—

১. মৌলিক সংলক্ষণ : মৌলিক সংলক্ষণ হলো কোনো ব্যক্তির এমন প্রধান গুণাবলি যার মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। এ সংলক্ষণকে 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য'ও বলা যায়। যেমন— নেপোলিয়ান একসঙ্গে সাতটি চিঠির শ্রুতিলিখন দিতে পারতেন।

২. কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ : ব্যক্তির কিছুসংখ্যক গুণাবলি যা তার ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি বর্ণনা করে। সেগুলোকে কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ বলে। যেমন— কেউ কারও সুপারিশ করলে সাধারণত কেন্দ্রীয় সংলক্ষণের কথাই উল্লেখ করেন।

৩. গৌণ সংলক্ষণ : গৌণ সংলক্ষণ হলো সেই সংলক্ষণ যা খুবই সাধারণ এবং যা এক ব্যক্তিকে অন্যজন হতে পৃথক করতে পারে না।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নাফিজের বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৮। সম্পদ ও সাদ দুই ভাই। তাদের দুজনকে নিয়ে বাবা-মা খুবই চিন্তিত। কারণ দুজনের চারিত্রিক আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সম্পদ খুবই স্বাধীনচেতা, সক্রিয় ও সাহসী। সব কাজেই সে অংশগ্রহণ করতে চায়। অন্যের প্রয়োজনে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে সাদ খুবই আত্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল। সে সহজে কোনো পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। তাই বাবা-মা সবসময় তাদের নিয়ে আশঙ্কায় থাকেন।

ক. ব্যক্তিত্বের আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক অনুধ্যানকে কয়টি দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগ করা যায়?

খ. অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

গ.. সাদ এর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সম্পদ ও সাদের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্বের আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক অনুধ্যানকে প্রধানত ৫টি দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগ করা যায়।

খ অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক।

২. অন্তর্মুখী শ্রেণির লোকেরা নতুন পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারেনা।

গ উদ্দীপকে সাদ খুবই আত্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল। সে সহজে নিজেকে কোনো পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। যা তার ব্যক্তিত্বের অন্তর্মুখী প্রকাশ।

নিচে সাদের অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো—

১. অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ কম।

২. এ শ্রেণির লোকেরা খুব আত্মকেন্দ্রিক।

৩. এ শ্রেণির লোকেরা বাহ্যবস্তুর প্রতি উদাসীন, আত্মসচেতন এবং একই সাথে স্বার্থপর।

৪. অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়।

৫. এরা কাজের তুলনায় চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে বেশি পছন্দ করে।

৬. এদের মধ্যে সামাজিকতাবোধের একান্ত অভাব।

৭. কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানীদের এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

ঘ উদ্দীপকে সম্পদ খুবই স্বাধীনচেতা, সক্রিয়, ও সাহসী। যা কি-না বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং সাদ আত্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল যা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। নিচে সম্পদ ও সাদের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো—

উদ্দীপক অনুসারে সম্পদ বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো—

১. এরা পরোপকারী, অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বেশি পছন্দ করে।

২. বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের লোকেরা সদালাপি ও আড্ডাবাজ। এরা সাধারণত মিশুক প্রকৃতির হয়ে থাকে।

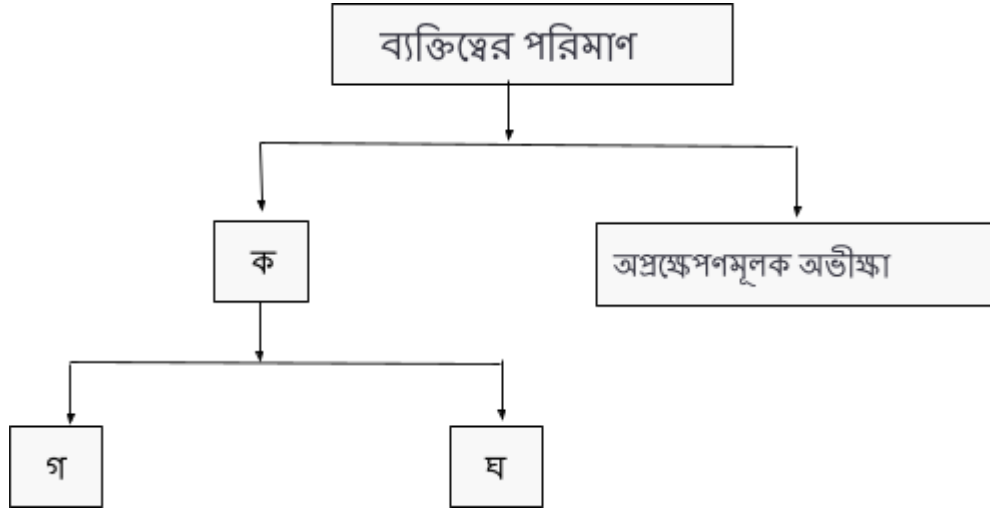
৩. এরা উৎফুল্লতা বা হৈচৈ পছন্দ করার কারণে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের অতি উৎসাহে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় রাখতে পছন্দ করে।

৪. এ শ্রেণির লোকেরা খোলামেলা স্বভাবের হয়ে থাকে তাই এরা সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, খেলোয়ার ইত্যাদি প্রতিভার অধিকারী হয় ।

অন্যদিকে, সাদ অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় এদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো-

১. নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এরা স্বার্থপর প্রকৃতির হয়ে থাকে ।
২. স্বল্পভাষী ও চুপচাপ থাকার কারণে এরা আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির হয়ে থাকে ।
৩. আবেগকে নিজেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে এরা সহজে নতুন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনা ।

প্রশ্ন ১৯ | নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



ক. ব্যক্তিত্ব কি ?

খ. ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. চিত্রে 'ক' চিহ্নিত অভীক্ষাটি ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত 'এ' এবং 'খ' চিহ্নিত অভীক্ষাদ্বয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর ।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বতন্ত্রভাব।

খ. যখন আমরা কোনো লোককে গম্ভীর, আমুদে, স্বার্থপর, বন্ধুসুলভ ইত্যাদি বলে বর্ণনা করি তখন আমাদের মন্তব্যের পিছনে থাকে একটি বিশেষ সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা। তাই ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণসমূহকে সামাজিক মূলবোধের ফল বলা যায়।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হলো ব্যক্তির এমন কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করতে পারি। সংলক্ষণ ব্যক্তির আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সাধারণত সংলক্ষণগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-প্রফুল্ল উদার, মিশুক লাজুক ইত্যাদি।

গ. উদ্দীপকের চিত্রে “ক” চিহ্নিত অভীক্ষাটি হলো প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা। প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরোক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। প্রক্ষেপণমূলক পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে একটি অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট এবং সংগঠিত উদ্দীপকের সম্মুখীন করা হয়। যেমন কোনো কোনো অভীক্ষায় ব্যক্তিকে একটি কালির ছাপ দেখে কিছু বলতে বলা হয়। আবার কোনো কোনো অভীক্ষায় একটি অসম্পূর্ণ গল্প সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি উপস্থিত বিষয়বস্তুকে নিজের মতো করে সংঘটিত করে এবং তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। এ অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক দিকের পরিমাপ পাওয়া যায়। প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

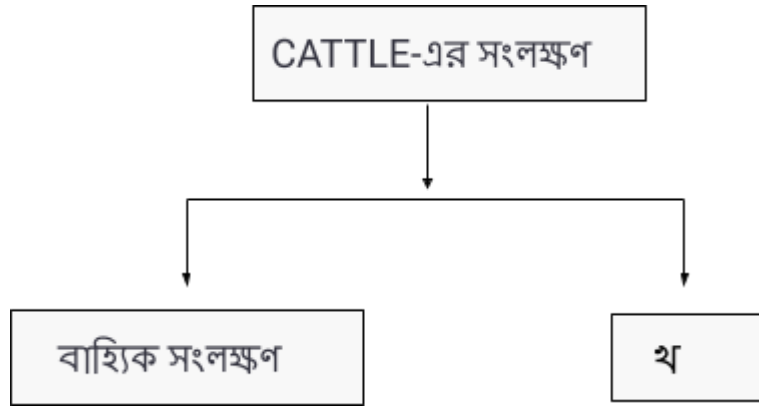
১. ব্যক্তিকে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়। যে পরিস্থিতি সকলের জন্য সমান কিন্তু ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের একাধিক প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

২. ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বিষয় ও কৌশলটি সম্পূর্ণভাবে অভীক্ষার্থীর কাছে অজ্ঞাত থাকে।

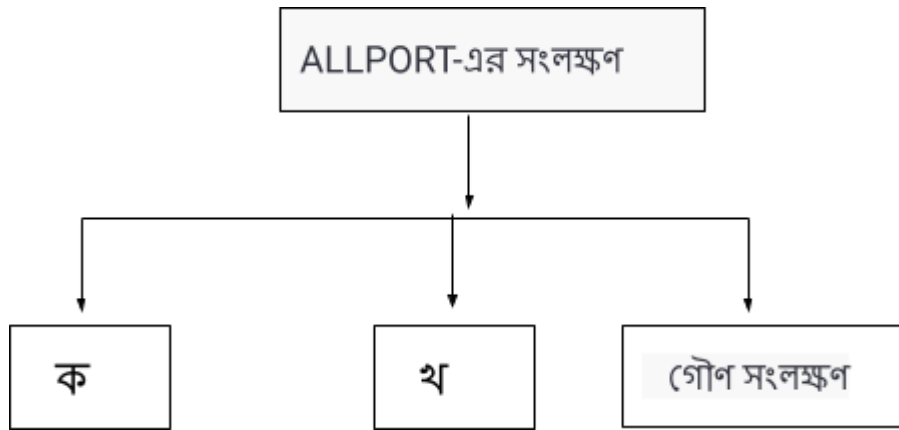
৩. ব্যক্তিকে আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসাহিত করা হয়। অবশ্য ব্যক্তি তা বুঝতে পারে না।
৪. ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃষ্টিগত ও ভাষাগত কোনো বাধা থাকে না।
৫. এ অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে প্রদর্শিত অভীক্ষাদ্বয় হলো- রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা এবং কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা। নিচে অভীক্ষাদ্বয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো-

<u>রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা</u>	<u>কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা</u>
১. এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা	১. রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার তুলনায় কম ব্যবহৃত হয়।
২. এটি ১৯২১ সালে সুইজারল্যান্ডের মনোচিকিৎসক কর্তৃক প্রণীত।	২. এটি ১৯৩৫ সালে আমেরিকান মনোবিদ কর্তৃক প্রণীত হয়।
৩. এখানে ব্যবহৃত মাত্র ১০টি কার্ড সংখ্যা	৩. এখানে সর্বমোট ২০টি কার্ড ব্যবহৃত হয়।
৪. পরীক্ষণপাত্র ছবিতে কিসের ছবি দেখছে তা বলতে বলা হয়।	৪. পরীক্ষণপাত্রকে প্রতিটি ছবির বিপরীতে একটি করে গল্প লিখতে বলা হয়।
৫. পরীক্ষণ পাত্রের অণুচিন্তার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম হয়।	৫. পরীক্ষণ পাত্রের অণুচিন্তার পরিমাণ রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার তুলনায় বেশি হয়।
৬. এ অভীক্ষা প্রণয়নের জন্য তুলনামূলক কম সময় লাগে	৬. এটি অধিক সময় সাপেক্ষ অভীক্ষা।



দৃশ্যকল্প-২ :



- ক. Wood-Worth & Marquis-এর প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ এর সংজ্ঞা দাও ।
- খ. ব্যক্তিত্বকে প্রধানত কয়টি দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগ করা হয়েছে? সেগুলো কী কী?
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এর খ ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণগুলো আলোচনা কর ।
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর ক ও খ ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণগুলো বিশ্লেষণ কর এবং এই মতবাদের কোন ত্রুটি আছে বলে কী তুমি মনে কর?

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. Wood Worth & Marquis- এর মতে, “ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হলো আচরণের সেই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য, যা ব্যক্তির ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে তাকে বিশিষ্টতা দান করে এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে ।

খ ব্যক্তিত্বকে প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায় ।

যথা-

১। শারীরিক গঠন দৃষ্টিভঙ্গি,

২। সংলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি,

৩। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।

গ। দৃশ্যকল্প-১ এর খ-হলো উৎস সংলক্ষণ। নিচে উৎস সংলক্ষণগুলো আলোচনা করা হলো-

ক্যাটেল বাহ্যিক সংলক্ষণের অন্তরালে আবার কতগুলো মৌলিক সংলক্ষণের সন্ধান পান যেগুলো বাহ্যিক সংলক্ষণের উৎসমূল। তিনি অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণগুলোকে উৎস সংলক্ষণ নামে অভিহিত করেছেন। উৎস সংলক্ষণগুলোই ব্যক্তিত্বের মৌলিক সাংগঠনিক উপাদান। যেমন— নিরাপত্তার অভাববোধ। এ অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণের বাহ্যিক সংলক্ষণ হলো- অস্থিরতা, ভীৰুতা ইত্যাদি।

উৎস সংলক্ষণগুলোকে ক্যাটেল আবার দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

১. পরিবেশগত সংলক্ষণ : যেসব সংলক্ষণ ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে উদ্ভূত হয় সেগুলোকে পরিবেশগত সংলক্ষণ বলা হয়।

২. বংশগত সংলক্ষণ : যেসব সংলক্ষণ জন্মগতভাবে উদ্ভূত হয় সেগুলোকে বংশগত সংলক্ষণ বলা হয়।

ঘ। উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর 'ক' ও 'খ' হলো যথাক্রমে মৌলিক সংলক্ষণ ও কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ। নিচে মৌলিক সংলক্ষণ ও কেন্দ্রীয় সংলক্ষণের বিশ্লেষণ করা হলো-

মৌলিক সংলক্ষণ হলো কোনো ব্যক্তির এমন প্রধান গুণাবলি যার মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। এ ধরনের সংলক্ষণ বিবরণ প্রকৃতির। এগুলোকে সচরাচর দেখা যায় না। এ ধরনের সংলক্ষণকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বলা যায়। যেমন- নেপোলিয়ান এক সঙ্গে সাতটি চিঠির শ্রুত লিখন দিতে পারতেন। রাশিয়ান মহিলা রোজা কুলেশোভা চোখ বাঁধা অবস্থায় আঙুলের ডগা বুলিয়ে পত্রিকা পড়ে যেতে পারতেন ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় সংলক্ষণগুলোর মধ্যে ঝাঁক পরিলক্ষিত হয়। এরা একত্রে প্রকাশিত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। এ ঝাঁকের মাধ্যমেই আমরা এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্বকারী অংশটিকে শনাক্ত করতে পারি। এক্ষেত্রে অনেকগুলো সংলক্ষণ একত্রে কেন্দ্রীয় হওয়ার প্রবণতা দেখায়। যেমন- করিম একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার এ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

আসলে কতগুলো মৌলিক সংলক্ষণেরই কেন্দ্রীভূত রূপ। সাধারণত কেউ কারো সুপারিশ করলে কেন্দ্রীয় সংলক্ষণের কথাই উল্লেখ করেন।

ত্রুটি : আলপোর্টের মতবাদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর মতবাদে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগত প্রভাব (Situational influence)- কে অগ্রাহ্য করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত দলিলপত্রের আলোকে ব্যক্তিকে বিচার করেছেন। তাই তিনি তার মতবাদকে যতটুকু বস্তুগত বলে দাবি করেন, প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। কিন্তু তাত্ত্বিক হিসেবে তার প্রভাব প্রশংসিত (ইভান্স, ১৯৭১)। আলপোর্টের সংলক্ষণ মতবাদটি খুব বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক না হলেও তাকে ক্লাসিক্যাল সংলক্ষণ মতবাদের প্রবক্তা বলা হয়। কেননা তার পূর্বে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণকে এভাবে আর কেউ শ্রেণিকরণ করেননি।